বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	(i)
২.	Abbreviations	(ii)
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৫
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৫
৬.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্টসমূহ	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি), ঢাকা এর ২০১৫- ২০১৬ ও ২০১৬ - ২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৩টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ: ১১/১১/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৪/০২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

Abbreviations

CAAB	Civil Aviation Authority of Bangladesh.
HQ	Head Quarter.
HSIA	Hazrat Shahjalal International Airport.
CEMSU	Central Engineering Maintenance and Stores Unit.
P&DQS	Planning and Design Quality Survey.

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২টি এয়ারলাইন্স এবং ০৬টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কক্ষ ও জায়গার ভাড়া আদায় না হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি।	৭,৮৩,৫৪,৯১০	৯
২	রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এর নিকট হতে এম্বারকেশন ফি আদায় না হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি।	৪,১৬,৩৪,০৪৬	১০
৩	দরপত্র চুক্তির শর্তানুযায়ী বীমা না করায় বীমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬৫,০৭,৯৫২	১১
৪	বিভিন্ন পণ্য,কার্য ও সেবার বিল হতে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কম কর্তনের কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৬৯,৮৭,৩৪৯	১২-১৩
৫	দীর্ঘদিন পর্যন্ত আদায়কৃত/উৎসে কর্তনকৃত সরকারি রাজস্ব (আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর) সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সুদসহ আদায়যোগ্য।	২,৩৮,৩১,০৮১	১৪-১৫
৬	উৎসে কর্তনকৃত আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কারণে সুদ বাবদ আদায়যোগ্য।	৯৪,৯৫,৩২৪	১৬-১৭
৭	নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তনের কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৮৮,৬৬,৮১০	১৮
৮	অনিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদেরকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর তহবিল হতে ভ্রমণ ভাতা প্রদান।	৬৪,৫৫,৮৩৬	১৯
৯	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী/আসবাবপত্রের কোন হিসাব না থাকায় প্রকৃতপক্ষে আদৌ ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।	৬,৮৩,১৫,৩৪৮	২০
১০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়মিতভাবে যানবাহন ব্যবহার করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তহবিল হতে জ্বালানী ও মেরামত বাবদ পরিশোধ।	৩৩,৩৫,১২৫	২১-২২
১১	সিভিল এভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টারসহ বিমান বন্দরকে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতির কোন হিসাব না থাকায় প্রকৃতপক্ষে আদৌ ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।	১,৪০,১৬,১০২	২৩
১২	ক্রয়কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ কাল্পনিক ইস্যুর মাধ্যমে স্টক ব্যালান্স সমন্বয়।	১৬,৩৮,৭৪,৭২৩	২৪
১৩	স্টক রেজিস্টার বহির্ভূত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং দেখিয়ে ব্যয় প্রদর্শন।	২,০৮,০৬,৩৯৫	২৫
	মোট =	৪৯,২৪,৮১,০০১	

(কথায় : ঊনপঞ্চাশ কোটি চব্বিশ লক্ষ একাশি হাজার এক)।

২—

অডিট বিষয়ক তথ্যঃ

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	:	২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	:	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	:	১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	:	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ না করা।
- রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নিয়মকানুন অনুসরণ না করা।
- বিল রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা।
- স্টোর রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা।
- আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর কর্তন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকা।
- যথাযথভাবে নথি সংরক্ষণ না করা।
- প্রতি বছর ডেড স্টক যাচাই না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বকেয়া আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ না করা।
- বিল রেজিস্টার সংরক্ষণ না করা।
- স্টক বা কাজের রেজিস্টার সংরক্ষণ না করা।
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কার্যকর মনিটরিং না থাকা।

অডিটের সুপারিশ :

- পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ সহ প্রযোজ্য সকল আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ আবশ্যক।
- আর্থিক বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে হিসাব সমাপ্ত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা থেকে আর্থিক বছরের শেষ দিনে ক্যাশ বই সমাপ্ত করে স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সকল ইউনিটে একই ফর্মে বিল রেজিস্টার সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- স্টোর রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর কর্তন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা আবশ্যক।
- ফাইল ইনডেক্স সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- যথাযথভাবে নথি সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- প্রতি বছর ডেড স্টক যাচাই করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ নং- ১

শিরোনাম: ২টি এয়ারলাইন্স এবং ৬টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কক্ষ ও জায়গার ভাড়া আদায় না হওয়ায় সংস্থার ৭,৮৩,৫৪,৯১০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা এর ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার এবং অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ২টি এয়ারলাইন্স এবং ৬টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট কক্ষ ও জায়গার ভাড়া বাবদ ৭,৮৩,৫৪,৯১০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে, যা আদায়যোগ্য।
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক উল্লিখিত বকেয়া আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু নিরীক্ষাকালে তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি।
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অরডিন্যান্স, ১৯৮৫ সংক্রান্ত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৭ এর বিধি-১৮(চ)(ছ) মোতাবেক কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা হয়নি।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-২৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারিকৃত সার্বিক কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী পালন সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে।
- অধিকন্তু, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না **[বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-'১'; পৃষ্ঠা-০২ দ্রষ্টব্য]**।

অনিয়মের কারণ :

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অরডিন্যান্স, ১৯৮৫ সংক্রান্ত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৭ এর বিধি-১৮(চ)(ছ) অনুসরণ করা হয়নি।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-২৮ ও ৩০ অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ২টি এয়ারলাইন্স এবং ৬টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কক্ষ/জায়গা ইজারা (ভাড়া) বকেয়া আদায়ের জন্য তাগিদপত্র ও ই-মেইল প্রদান করা হয়েছে। বকেয়া আদায় হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- বিগত ২০০৯-২০১০ এবং ২০১৪-২০১৫ সনের অডিট রিপোর্টে এ অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত, যাতে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পাওনা অর্থ যথাসময়ে আদায় করা সম্ভব হয়।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনাম : রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এয়ারলাইন্স এর নিকট হতে এম্বারকেশন ফি আদায় না হওয়ায় সংস্থার ৪,১৬,৩৪,০৪৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা এর এম্বারকেশন ফি আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার এবং অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এর নিকট হতে এম্বারকেশন ফি আদায় না হওয়ায় সংস্থার ৪,১৬,৩৪,০৪৬ টাকার ক্ষতি হয়েছে যা আদায়যোগ্য।
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক উল্লিখিত বকেয়া আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু নিরীক্ষাকালে তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি।
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অরডিন্যান্স, ১৯৮৫ সংক্রান্ত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৭ এর বিধি-১৭(৩) মোতাবেক ভাড়া আদায় করে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা হয়নি।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-২৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারিকৃত সার্বিক কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে।
- অধিকন্তু, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না [**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-'২'; পৃষ্ঠা-০৩ দ্রষ্টব্য**]।

অনিয়মের কারণ :

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অরডিন্যান্স, ১৯৮৫ সংক্রান্ত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৭এর বিধি-১৭(৩) অনুসরণ করা হয়নি।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-২৮ ও ৩০ অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এর নিকট বকেয়া এম্বারকেশন ফি আদায়ের জন্য তাগিদপত্র ও ই-মেইল প্রদান করা হয়েছে। বকেয়া আদায় হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০২-০৮-২০১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- বিগত ২০০০-২০০১, ২০০৫-২০০৭, ২০০৯-২০১০, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ সনের অডিট রিপোর্টে এ অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের রিপোর্টের উপর দশম জাতীয় সংসদের ২২তম বৈঠকের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, 'বকেয়ার যে অংশটুকু আদায় হয়েছে তা নিষ্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হ'ল। অবশিষ্ট বকেয়া সুদসহ আদায় করতে হবে এবং বকেয়া যথাসময়ে আদায় না করার জন্য দায়ীদের বিষয়ে তদন্তের মাধ্যমে কারণ খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে'।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- পিএ কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী সুদসহ বকেয়া পাওনা আদায় ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম : দরপত্র চুক্তির শর্তানুযায়ী বীমা না করায় বীমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অনাদায়ে সরকারের ৬৫,০৭,৯৫২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডিকিউএস এর চুক্তিপত্র ও বীমা সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিভিন্ন নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত মোতাবেক (জিসিসি ক্লজ-৩৬) ঠিকাদারকে চুক্তিমূল্য ও ঝুঁকির উপর ১১০% হিসেবে বীমা করতে হবে। কিন্তু কোন কাজেই ঠিকাদার বীমা না করায় বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ৪,৩৩,৮৬,৩৫১ টাকার উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কর্তন না করায় সরকারের ৬৫,০৭,৯৫২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৮-১১-২০০২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং ১০/মূসক/ ২০০২ মোতাবেক প্রিমিয়াম এর উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রদেয় হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত আদেশ প্রতিপালন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-'৩ (১-২)'; পৃষ্ঠা-০৪-০৬ দ্রষ্টব্য]**।

অনিয়মের কারণ :

- জিসিসি ক্লজ-৩৬ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৮-১১-২০০২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং ১০/মূসক/ ২০০২ অনুসরণ করা হয়নি।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দরপত্র সিডিউল অনুযায়ী বীমা মূল্যের উপর বীমা প্রিমিয়াম ও ভ্যাট আদায় হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব দেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- বিধি-বিধান ও নথিপত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলে আংশিক ব্রডশীট জবাব পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু ভ্যাটের অর্থ আদায়ের প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- বীমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর(ভ্যাট)সহ এবং বিলম্বের জন্য মাসিক ২% হারে সুদসহ আদায় করতে হবে।
- সরকারের ঘাটতি বাজেট মেটাতে প্রতিনিয়ত ঋণ করা ও সুদ প্রদান করতে হচ্ছে। উক্ত অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ঋণের পরিমাণ উক্ত অর্থের সমপরিমাণ কম হতো এবং উক্ত অর্থের সুদও দিতে হতো না।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত অর্থ জমার দিন পর্যন্ত সুদ হিসাব করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত, যাতে দরপত্র সিডিউল অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম : বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবার বিল হতে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কম কর্তনের কারণে সরকারের ৪,৬৯,৮৭,৩৪৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডিকিউএস; পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-১; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-২; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-৩; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল; নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-১; নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-৩; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ই/এম সার্কেল ও প্রধান কার্যালয়, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা এর আদায় সংক্রান্ত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবার বিল পরিশোধের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কম কর্তনের কারণে সরকারের ৪,৬৯,৮৭,৩৪৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৪(১-১০); পৃষ্ঠা-০৭-৩৮ দ্রষ্টব্য]।
- প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নির্মাণ ক্যাটাগরিতে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। কিন্তু আসবাবপত্র সরবরাহ, ছাপাখানা, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য তা বিবেচনা করা হয়নি।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করতে হবে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বশেষ সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ০৫-০৬-২০১৪খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত হারে মূসক কর্তন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করে কম হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করা হয়েছে। ফলে, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ উপ-ধারা-(৪গ) মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে সুদসহ আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ এবং ধারা-৬ উপ-ধারা-(৪গ) অনুসরণ করা হয়নি।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বশেষ সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ০৫-০৬-২০১৪খ্রিঃ অনুসরণ করা হয়নি।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকায় মূল্য সংযোজন কর আদায় করা সম্ভব হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ নথিপত্র পর্যালোচনা করেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক আপত্তি উথাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলে আংশিক ব্রডশীট জবাব পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু পণ্য, কার্য ও সেবার বিল হতে ভ্যাটের টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- সরকারের ঘাটতি বাজেট মেটাতে প্রতিনিয়ত ঋণ করা ও সুদ প্রদান করতে হচ্ছে। উক্ত অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ঋণের পরিমাণ উক্ত অর্থের সমপরিমাণ কম হতো এবং উক্ত অর্থের সুদও দিতে হতো না।
- বিগত ২০০০-২০০১ ও ২০১৪-২০১৫ সনের অডিট রিপোর্টে এ ধরনের অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত অর্থ জমার দিন পর্যন্ত সুদ হিসাব করে অর্থ আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম : দীর্ঘদিন পর্যন্ত আদায়কৃত/উৎসে কর্তনকৃত সরকারি রাজস্ব (আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর) সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সুদসহ ২,৩৮,৩১,০৮১ টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডিকিউএস; নির্বাহী প্রকৌশলী, সেমসু ও প্রধান কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বার্ষিক হিসাব অনুযায়ী দীর্ঘদিন পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর ১,৬১,০২,০৮২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- বেসরকারি সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ের ৩০-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ৫৫,৪৭,২৮১ টাকা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডিকিউএস কার্যালয়ের ৩০-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ২,৬১,৫৫৪ টাকা ও আয়কর ৪,৮৯,১৭৫ টাকা এবং সেমসু কার্যালয়ের ৩০-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ৫৩,৪৩,২৯৮ টাকা ও আয়কর ৪৪,৬০,৭৭৪ টাকা বকেয়া আছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ উপ-ধারা-(৪খ) মোতাবেক উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর এমনভাবে আদায়যোগ্য হবে যে, তিনি একজন সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ উপ-ধারা-(৪গ) মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন বা আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা দানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে সুদসহ আদায়যোগ্য।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ মোতাবেক উৎসে আয়কর আদায়/কর্তন বা আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমাদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত আয়কর আদায়যোগ্য।
- সে হিসেবে ২৪ মাসের জন্য সুদ বাবদ ৭৭,২৮,৯৯৯ টাকাসহ সর্বমোট ২,৩৮,৩১,০৮১ টাকা দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য [**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-'৫'; পৃষ্ঠা-৩৯ দ্রষ্টব্য**]।

অনিয়মের কারণ :

- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ উপ-ধারা-(৪খ) ও (৪গ) অনুসরণ করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ অনুসরণ করা হয়নি।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় আদায়কৃত আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নথিপত্র যাচাই করেই আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলে কেন্দ্রীয় প্রকৌশল রক্ষনাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ইউনিট (সেমসু) সিএএবি, ঢাকা কর্তৃক অর্থ আদায়ের কথা বলে ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হলেও আদায় সংক্রান্ত কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- সরকারের ঘাটতি বাজেট মেটাতে প্রতিনিয়ত ঋণ করা ও সুদ প্রদান করতে হচ্ছে। উক্ত অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ঋণের পরিমাণ উক্ত অর্থের সমপরিমাণ কম হতো এবং উক্ত অর্থের সুদও দিতে হতো না।
- বিগত ২০১৩-২০১৪ সনের অডিট রিপোর্টে এ ধরনের অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- উল্লিখিত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে সরকারি রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষাকালীন উল্লিখিত সময় হিসাব করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুদ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম : উৎসে কর্তনকৃত আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কারণে সুদ বাবদ ৯৪,৯৫,৩২৪ টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-৩, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডিকিউএস, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-৩, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ই/এম সার্কেল, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-৩, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা এর কর আদায় সংক্রান্ত ও অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উৎসে কর্তনকৃত আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর বিলম্বে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা প্রদানের কারণে সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিধি মোতাবেক সুদ বাবদ ৯৪,৯৫,৩২৪ টাকা আদায়যোগ্য **[বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৬(১-৭); পৃষ্ঠা-৪০-১০৩ দ্রষ্টব্য]**।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ উপ-ধারা-(৪গ) মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন বা আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমাদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে সুদসহ আদায়যোগ্য।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ মোতাবেক উৎসে আয়কর আদায়/কর্তন বা আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমাদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত আয়কর আদায়যোগ্য।
- সে হিসেবে সরকারি রাজস্ব সরকারি কোষাগারে বিলম্বে জমাদানের জন্য সুদ বাবদ ৯৪,৯৫,৩২৪ টাকা দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ উপ-ধারা-(৪গ) অনুসরণ করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ অনুসরণ করা হয়নি।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় উৎসে কর্তনকৃত আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা প্রদান করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নথিপত্র যাচাই করেই আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- সরকারের ঘাটতি বাজেট মেটাতে প্রতিনিয়ত ঋণ করা ও সুদ প্রদান করতে হচ্ছে। উক্ত অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ঋণের পরিমাণ উক্ত অর্থের সমপরিমাণ কম হতো এবং উক্ত অর্থের সুদও দিতে হতো না।
- বিগত ২০১৩-২০১৪ সনের অডিট রিপোর্টে এ ধরনের অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- সুদ বাবদ অনাদায়ী অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।
- যে দিন সুদ আদায় করা হবে সেদিনকেও হিসেব করে সুদ গণনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম : নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তনের কারণে সরকারের ৮৮,৬৬,৮১০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ই/এম সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা; নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-১, সিএএবি, ঢাকা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডিকিউএস, সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-১, সিএএবি, ঢাকা এর আয়কর রেজিস্টার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিবরণীতে উল্লিখিত অফিসের ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তনের কারণে সরকারের ৭০,৫৯,৮০৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি যা সুদসহ ৮৮,৬৬,৮১০ টাকা আদায়যোগ্য। **[বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৭(১-৫); পৃষ্ঠা-১০৪-১১০ দ্রষ্টব্য]।**
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ ও বিধি-১৬(এ) অনুযায়ী নির্ধারিত হার অপেক্ষা কমহারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ভিত্তিমূল্যের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ মোতাবেক উৎসে আয়কর আদায়/কর্তনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত করসহ আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ ও ৫৭ অনুসরণ করা হয়নি।
- আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ (এ) অনুসরণ করা হয়নি।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় উৎসে আয়কর নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে কর্তন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নথিপত্র যাচাই করেই আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- সরকারের ঘাটতি বাজেট মেটাতে প্রতিনিয়ত ঋণ করা ও সুদ প্রদান করতে হচ্ছে। উক্ত অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ঋণের পরিমাণ উক্ত অর্থের সমপরিমাণ কম হতো এবং উক্ত অর্থের সুদও দিতে হতো না।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উল্লিখিত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে সরকারি রাজস্ব কর্তনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদেরকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর তহবিল হতে ৬৪,৫৫,৮৩৬ টাকা ভ্রমণ ভাতা প্রদান।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রধান কার্যালয় এর ভ্রমণভাতা বিল, ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদেরকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (সিএএবি) তহবিল হতে ৬৪,৫৫,৮৩৬ টাকা ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৮; পৃষ্ঠা-১১১-১১৩ দ্রষ্টব্য]।
- মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা বেবিচকের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর বহির্ভূত বিধায় তাদেরকে ভ্রমণ ভাতা প্রদান বিধি সম্মত নয়।
- একাউন্ট কোড ১ম খণ্ডের অনুচ্ছেদ-২৭ মোতাবেক একজন কর্মচারী যে দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকুক না কেন, তার বেতন খাত থেকেই ভ্রমণ ভাতা প্রদেয় হবে। অন্য কোন খাত থেকে ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্য নয়। ফলে, উল্লিখিত টাকা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

- একাউন্ট কোড ১ম খণ্ডের অনুচ্ছেদ-২৭ অনুসরণ করা হয়নি।
- মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা বেবিচকের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর বহির্ভূত বিধায় তাদেরকে ভ্রমন ভাতা প্রদান বিধি সম্মত নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের সাথে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণও বিদেশ ভ্রমণে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং বিদেশ ভ্রমণের আদেশ মোতাবেক তাদের ভ্রমণ ভাতা 'বেবিচক' হতে প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব প্রাসঙ্গিক নয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীগণ বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন তবে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তহবিল হতে ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা যাবে না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উল্লিখিত টাকা আদায় করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৯

শিরোনাম : ৬,৮৩,১৫,৩৪৮ টাকা ব্যয়ে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী/আসবাবপত্রের কোন হিসাব না থাকায় প্রকৃতপক্ষে আদৌ ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-২, সিএএবি, ঢাকা; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-২, সিএএবি, ঢাকা; নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-৩, সিএএবি, ঢাকা; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-৩, সিএএবি, ঢাকা এর বিভিন্ন বিল ভাউচার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উল্লিখিত ০৪টি প্রতিষ্ঠানের ৫৭টি বিলে ক্রয় প্রদর্শিত ৬,৮৩,১৫,৩৪৮ টাকার যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী/ আসবাবপত্রের কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। ক্রয় প্রদর্শিত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী/আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যা আর্থিক বিধির পরিপন্থি [**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৯(১-৪); পৃষ্ঠা-১১৪-১২২ দ্রষ্টব্য**]।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১৫৫-১৬০ অনুযায়ী মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভালভাবে বুঝে নিয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করে স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলেও কোন ধরনের স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়নি।
- স্টক রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ ব্যতীত যন্ত্রপাতি ক্রয় সমর্থন করে না। তাছাড়া হিসাব না থাকাতে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির বাস্তব যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর বিধি-১৫৫-১৬০ অনুসরণ করা হয়নি।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায়, কোন প্রকার প্রমাণক ব্যতীত ক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উল্লিখিত টাকা আদায় করে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়মিতভাবে যানবাহন ব্যবহার করে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তহবিল হতে জ্বালানী ও মেরামত বাবদ ৩৩,৩৫,১২৫ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিচালক, কেন্দ্রীয় প্রকৌশল রক্ষনাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ইউনিট (সেমসু), সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা এর জ্বালানী, গাড়ি মেরামত সংক্রান্ত বিল/ভাউচার এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) এর ৬টি যানবাহন ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লিখিত যানবাহনসমূহের মেরামত ও জ্বালানী ব্যয় সিএএবি এর তহবিল হতে বহন করায় ৩৩,৩৫,১২৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে [**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১০(১-৬), পৃষ্ঠা-১২৩-১২৯ দ্রষ্টব্য**]।

- জিএফআর ১২ মোতাবেক একজন কর্মকর্তা কেবল অনুমোদিত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখার বিষয়ে নজর রাখবেন এবং ব্যয় নির্বাহী ইউনিটসমূহে বরাদ্দকৃত তহবিল যেন জনস্বার্থে এবং যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয়িত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সিএএবি এর বরাদ্দ থেকে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

- পরিশিষ্টে বর্ণিত যানবাহনসমূহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মচারীগণ ব্যবহার করে আসছেন। সিএএবি কর্তৃক অর্গানোগ্রাম বহির্ভূতভাবে মন্ত্রণালয়কে ৬টি যানবাহন ব্যবহার করতে দিচ্ছে এবং এর সকল ধরনের ব্যয় নির্বাহ করছে।

- মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মচারীগণ সরকারি পরিবহন পুল হতে যানবাহন প্রাধিকারভুক্ত। ফলে মন্ত্রণালয়ে যানবাহন সরবরাহ করার কোন সুযোগ নেই।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর ১২ অনুসরণ করা হয়নি।
- মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সিএএবি'র তহবিল থেকে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের গাড়ির জ্বালানী ও মেরামত বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে।
- TOE (Table of Organization and Equipment) বহির্ভূত কর্মকর্তা কর্তৃক যানবাহন ব্যবহার।
- যানবাহন ব্যবহার নীতিমালা প্রয়োগে ক্ষমতার অপব্যহার।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এ অনিয়ম বন্ধ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- বিগত ২০১১-২০১২ সনের অডিট রিপোর্টে এ ধরনের অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত টাকা জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমাপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম : সিভিল এভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টারসহ বিমান বন্দরকে প্রদানকৃত ১,৪০,১৬,১০২ টাকার যন্ত্রপাতির কোন হিসাব না থাকায় প্রকৃতপক্ষে আদৌ ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

বিবরণ : বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ই/এম সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা এর বিল/ভাউচার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে;

- সিভিল এভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টারসহ বিমান বন্দরকে ১,৪০,১৬,১০২ টাকার যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত টাকার যন্ত্রপাতির কোন হিসাব সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে পাওয়া যায়নি [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১১; পৃষ্ঠা-১৩০ দ্রষ্টব্য]।
- জি এফ আর বিধি-১৫৫ মোতাবেক ক্রয়কৃত মালামাল পরীক্ষা/নিরীক্ষা, গণনা ও ওজন করে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণকারী কর্মচারী এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন যে, তিনি সঠিক পরিমাণ, গুনগতমান ভালো মালামাল বাস্তবে গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলো যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লিখিত ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন স্টক রেজিস্টার বা হিসাব পাওয়া যায়নি।
- স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা না হলে মালামাল ক্রয় নিশ্চিত হওয়া যায় না। অথচ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ কোন স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করে না।

অনিয়মের কারণ :

- মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে জিএফআর বিধি-১৫৫ লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় স্টোর ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করছে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- কোন সদুত্তর না থাকার কারণেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান করেননি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উল্লিখিত টাকা আদায় করে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম : ক্রয়কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ কাল্পনিক ইস্যুর মাধ্যমে ১৬,৩৮,৭৪,৭২৩ টাকার স্টক ব্যালান্স সমন্বয় ।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম বিভাগ-১, সিএএবি, ঢাকা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম বিভাগ-২, সিএএবি ঢাকা এর নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ক্রয়কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ কাল্পনিক ইস্যুর মাধ্যমে ১৬,৩৮,৭৪,৭২৩ টাকার স্টক ব্যালান্স সমন্বয় করা হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -১২; পৃষ্ঠা-১৩১ দ্রষ্টব্য]।
- ২০১৬ - ২০১৭ খ্রিঃ সনে কার্যাদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশগুলো কাল্পনিক ইস্যুর মাধ্যমে স্টক ব্যালান্স সমন্বয় করা হয়েছে।
- নতুন যন্ত্রাংশ ক্রয় করে প্রতিস্থাপন (Replacement) করা হলেও পুরাতন যন্ত্রাংশ ফেরত গ্রহণ এবং কোন স্টক রেজিস্টার বা তালিকা সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে ক্রয়কৃত নতুন যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন (Replacement) করা হয়েছে বলে গণ্য করা যায় না।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্-১৪৮ অনুযায়ী নতুন যন্ত্রাংশ ক্রয় করে স্টক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে কোন স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্-১৪৮ অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- এ বিষয়ে কোন জবাব প্রদান না করে অডিটি প্রতিষ্ঠান মূলত অনিয়মের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- পুরাতন যন্ত্রাংশ সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত পুরাতন যন্ত্রাংশের তালিকা প্রণয়ন এবং তা নিলামে বিক্রয় করা আবশ্যক।
- প্রতি বছর স্টক ব্যালান্স যাচাই করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম : স্টক রেজিস্টার বহির্ভূত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং দেখিয়ে ২,০৮,০৬,৩৯৫ টাকা ব্যয় প্রদর্শন।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম ডিভিশন-২, সিএএবি, ঢাকা এর যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং এর বিল/ভাউচার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- কোন ধরনের স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ ব্যতীত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং দেখিয়ে ২,০৮,০৬,৩৯৫ টাকা ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে [**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১৩ (১-৩); পৃষ্ঠা-১৩২-১৩৫ দ্রষ্টব্য**]।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১৫৫-১৬০ অনুযায়ী মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভালভাবে বুঝে নিয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করে স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি প্রদান করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- জিএফআর বিধি-১৬১ মোতাবেক বছরে একবার ডেডস্টক যাচাই করতে হবে এবং যাচাইয়ের ফলাফল তালিকায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। কিন্তু এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা যাচাই করা হয়নি।
- সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ২৫৩টি এসি সার্ভিসিং দেখিয়ে ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত ২৫৩টি এসি'র কোন স্টক রেজিস্টার পাওয়া যায়নি। ফলে কোন্ এসি কোন্ বছরে ক্রয় করা হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
- স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ ব্যতীত বাস্তব যাচাই করা যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১৫৫-১৬১ অনুসরণ করা হয়নি।
- কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- স্টক রেজিস্টার ব্যতীত যন্ত্রপাতি সনাক্ত করা যায় না বা বিশ্বাসযোগ্য হয় না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উল্লিখিত টাকা আদায় করে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

তারিখ: ২১/০৯/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৫/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।